গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সেবক

কলকাতা ● ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শনিবার ২৪শে মে ২০২৫ ● একাদশ বর্ষ ● ১ম সংখ্যা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ
৭৫ বছরের এক অনন্য যাত্রা

গৌতম সাহা, *সম্পাদক, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ*

পঞ্চম পর্ব

গান্ধী সেবা সংঘের জন্য ১৯৭১ সাল বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, যুদ্ধকালীন প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভারতে প্রবেশ, রাজ্যের নকশাল আন্দোলনের কারণে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, দুর্বল অর্থনীতি, সব মিলিয়ে এই ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সার্বিক অবস্থা। প্রত্যাশিত ভাবেই এই সবকিছু ঘটনা গান্ধী সেবা সংঘের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল তবুও নানা প্রতিকুলতা সত্ত্বেও গান্ধী সেবা সংঘের পথ চলা কখনো রুদ্ধ হয়ে যায়নি।

গোড়া থেকেই সংঘের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা সেবা ও স্বনির্ভরতা ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে যথাসম্ভব সহায়তা করা। গান্ধীজীর ভাবধারায় শিক্ষিত সমাজ ও দেশ সচেতন স্বাস্থ্যবান সুস্থ ও স্ব উপার্জনক্ষম দেশবাসী গড়ে তোলা ও তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্বনির্ভরতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা ও সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

ইস্টার্ন পেপার মিলের কর্ণধার অধীর কুমার বোস গান্ধী সেবা সংঘে যোগ দেওয়া, ট্রাস্ট সদস্য হওয়া এবং ১৯৭১ এর পীযূষ চন্দ্র ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুর পর মানিক্য রতন গুহ ঠাকুরতার সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর সংঘের কাজকর্মের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংঘের এক নবযুগের সূচনা হ'ল বলা যায়। এতদিন ধরে সংঘের সীমিত ক্ষমতা ও সামান্য সাম্মানিক এর বিনিময়ে অথবা স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের একান্ত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় চলছে। এ বড় কঠিন কাজ। এখন সবাই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন।

১৯৭১এ জুন মাসে ট্রাস্ট কমিটির মিটিং এ সিদ্ধান্ত হল যে সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য বিধি মতো অভিবাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, সংঘ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি ও দুই জন

সদস্যকে নিয়ে স্কুল কমিটির গঠন করে সরকারের অনুমোদন লাভের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা হবে।

ট্রাস্ট কমিটির সভা গুলো তখন পর্যন্ত সাধারণত জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে ট্রাস্টি পুলিন চন্দ্র দাঁ মহাশয়দের বাড়িতেই হতো। এর আগে, প্রথমদিকে ট্রাস্ট মিটিং সাধারণত দুর্গাচরণ দত্তের ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাইয়ের দক্ষিণদাঁড়ি অফিসেই হতো। ওটাই ছিল গান্ধী সেবা সংঘের রেজিস্টার্ড ঠিকানা। পরবর্তীকালে অধীর বাবু ট্রাস্টি হওয়ার পর বেশিরভাগ ট্রাস্ট ও কার্যকরী সমিতির সভা অধীর বাবুর লেকটাউনের বাসভবনেই হতো।

স্কুলের সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য যেমন চেষ্টা চলতে থাকলো তার সাথে সাথে স্কুল বিল্ডিং কাজ সম্পূর্ণ করা ও অন্যান্য উন্নতির জন্য অধীর বাবু সহ সবাই বিশেষভাবে উদ্যোগ নিলেন। এই কাজের জন্য অধীরবাবু ২৫ হাজার টাকার একটি ফান্ড তৈরির প্রস্তাব দিলেন আর জানালেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১০ হাজার টাকা এই ফান্ডে দেবেন।

স্কুল বাড়ীর তৈরির কাজগুলো এগোতে থাকল বটে কিন্তু সরকারি অনুমোদনের ব্যাপারটা আইনত জটিলতার কারণে খুব বিশেষ কিছু করা যায়নি। তবে ঘন ঘন মিটিং হতে থাকলো। সময় যেরকম গড়াতে থাকল তেমনই সংঘ কে নিয়ে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হলো। ১৯৭৫ সালে অধীর বাবুর বাড়িতে হওয়া একটা মিটিংয়ে আলোচনার পর প্রস্তাব নেয়া হলো যে

এরপর ২-এর পাতায়

অগ্রজের স্নেহবৃত্তের কেন্দ্রে অনুজ

শীলা রায়

গ্রীষ্মজাতক দুই মহৎ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম। বাংলা ভাষাকে এই দুই দিকপাল পৃথিবী সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের জায়গা করে দেয়। মধ্যযুগের সামাজিক গঠন কাঠামো থেকে মুক্ত করে ভারতীয় নবজাগরণকে বিরাট বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নজরুল সেই ধারারই এক বলিষ্ঠ প্রতিনিধি, বাংলা ও বাঙালীর কাছে ২৫ শে বৈশাখ ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ দিন দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং উৎসবের দিন। দুই বাংলার রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদ্‌যাপন এখন প্রায় নিয়মিত এক উৎসব। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষ নয়, বর্হিবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বসবাসকারী বাঙালিরাও এই উৎসব পালনে আগ্রহী। এই লেখায় তারই এক অঞ্জলি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দুজনার প্রধান পরিচয় কবি এবং বহুমুখী ছিলেন, সাহিত্যের সবশাখাতে তাদের অসামান্য কাজ। সংগীতের ক্ষেত্রে হাজার হাজার গান সৃষ্টি করে সুর দিয়েছেন, সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা, গড়েছেন প্রতিষ্ঠান। বক্তৃতা করেছেন সভা সমাবেশে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজের অগ্রগতি ও মানুষের মুক্তির ভাবনায় ছিলেন, তথাকথিত সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকের কাজের ভেতর ব্যবধান রাখেননি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ১৯২০-এর দিকে নজরুলের যখন আগমন তখন রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর গৌরবের পূর্ণতায়। দুজনার বয়সের পার্থক্য ৩৮ বছরের। যদিও নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবন ছিল মাত্র ২২ বছরের, যা কিনা রবীন্দ্রনাথের সময়ের তিনভাগের একভাগ, তবে আজ এ লেখা তাঁদের প্রতিভা বা সৃষ্টিভাণ্ডার নিয়ে নয়, বরং তাদের ব্যক্তিসম্পর্ক নিয়ে, ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে সেই সম্পর্কের ইতিবৃত্ত তুলে নিয়ে কিছু কথার জাল বোনা।

বাংলা সাহিত্যের এই দুই কবিপুরুষের এক গভীর সুসম্পর্ক ছিল, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনুজ নজরুলের প্রতি আশীর্বানী রাখতেন—তেমনি নজরুলও অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধন্য হতেন। অতিশৈশব

থেকেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন, নজরুলের শৈশবের এক ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। ১৯১৬ সাল। নজরুল শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুলের এক সহপাঠী বিশ্বকবির প্রাইজ পাওয়া বা কবির লেখা নিয়ে অপ্রিয় অশ্রাব্য মিথ্যা রটনা করলে নজরুল তুমুল আপত্তি তোলে। বন্ধু না মানলে নজরুল বাঁশের লাঠি দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে যা কিনা সেই সময়ে শেষ পর্যন্ত মামলা অবধি গড়ায়।

১৯২০ সাল, নজরুলের কবিতা ও রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর পৌছায় এবং তিনি কবিতাও পড়েন। অপরদিকে নজরুলও বিভিন্ন সাহিত্য আড্ডায় নিয়মিত যেতে আরম্ভ করেন। সাক্ষাৎ হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে, নজরুল প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে যান এবং ফিরে আসেন এক বিস্ময়ের ঘোরে। এর দু-মাস পর ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা করেন এবং সেই থেকে ব্যক্তিগত সম্বোধন "গুরুজি" বলে ডাক শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে দু-বার দেখেই তাঁর ক্ষ্যাপাসত্তা ও অন্তরআত্মাকে চিনে নিয়েছেন। ৭ জানুয়ারি ১৯২২, সকালবেলা নজরুল ইসলাম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিমায় চিৎকার করে তার গুরুজী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ডাক দিলেন। ঠিক আগের দিনে বিজলি পত্রিকায় তাঁর বিদ্রোহী কবিতাটি ছাপা হয়েছে। কবি বিরক্ত না হয়ে তাকে ওপরে ডেকে নিলেন। নজরুল ওপরে উঠে কবিকে সামনে বসিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শেষে বলেন 'আমি মুগ্ধ তোমার কবিতা শুনে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার কবিতার জগৎ আলোকিত হোক।'

এরপর ৬-এর পাতায়

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

উত্তরণের রূপকার

জবা গুহঠাকুরতা

গান্ধী সেবা সংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উত্তরণ নামে বিশেষ অনুষ্ঠানটির কথা বলব। আপনাদের সকলের অতি পরিচিত শ্রীযুক্ত পঙ্কজ দত্ত মহাশয়ের নাম নিশয়ই মনে আছে। আজ তিনি আমাদের মধ্যে সশরীরে নেই। কিন্তু মনেপ্রাণে সবসময় বিদ্যমান। এই উত্তরণ অনুষ্ঠানটি তাঁরই একটি সুপরিকল্পিত নিবেদন। পঙ্কজ বাবু এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। তিনি গান্ধী সেবা সংঘকে বহুদিন ধরে চিনতেন এবং সংঘের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সংঘকে খুব ভালোবাসতেন এবং সাধ্যমতো নানারকম সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনিই হঠাৎ একদিন কথাচ্ছলে বললেন— সংঘ সমাজের সেবা, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা নিয়ে যেমন ভাবনা চিন্তা করে তেমনি এতদ অঞ্চলের প্রবীণ নাগরিকদের কথাও তো তাদের চিন্তা করা উচিত। প্রবীণ মানুষদের ডাক্তার বদ্যি, ওষুধপত্র এম্বুলেন্সের যেমন প্রয়োজন—তাদের একটু পাশে থাকা, আনন্দ দেওয়া, পুরোনো দিনের স্মৃতি চারণা করা সেটাও ততটাই জরুরী। সংঘের মানুষরা পঙ্কজবাবুর এই প্রস্তাবে চমৎকৃত হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরণের আয়োজন আরম্ভ করে দিল। পঙ্কজবাবুকেই প্রত্যেকটি সভা সাজাবার দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনিও খুশি আমরা তো মহাখুশি।

পঙ্কজবাবুই নিজ দায়িত্বে প্রত্যেকটি সভার অনুষ্ঠান সূচি তৈরি করতেন। সংঘের যে সব মানুষরা দায়িত্বে থাকতেন, তাঁকে তারা সহযোগিতা করত। প্রথম অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হল ২/৩/২৩ তারিখে মানিক্য মঞ্চে। পরিচিত আশেপাশের প্রবীণ নাগরিকদের আমন্ত্রণ করা হল। খবর পাঠানো হল। আমরা ভাবলাম কজন মানুষই বা আসবেন! দেখা যাক! ওমা! এতো দারুণ ব্যাপার! অতিথি অভ্যাগতরা তো সমানে আসছেন। প্রায় ১৫০ জন মানুষ সভাঘরে উপস্থিত। অধীর আগ্রহে অনুষ্ঠানে জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা অভিভূত। পঙ্কজবাবুর দক্ষ পরিচালনায় কি আনন্দে যে তিনঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। চা/চপ দিয়ে জলখাবার হল। পঙ্কজবাবুর চমকে সকলে চমৎকৃত। তাঁর উপস্থিতিটাই সকলের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। কি সুন্দর করে যে সভা পরিচালনা করতেন তা সত্যিই শিক্ষণীয়। গানে, গল্পে, জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা, কুইজ এই উত্তরণের সভায় নতুন নতুন মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন। পরপর বারোটি সভা তিনি পরিচালনা করেছিলেন। পঙ্কজবাবুর যেদিন মৃত্যুসংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌছল সেদিন ছিল উত্তরণের ত্রয়োদশ সভা। আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করারই চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর বক্তব্য ছিল প্রতিমাসে একটি করে সভা করতে হবে। সেই অভিশপ্ত ৩০/১১/২৪ তারিখেও উদ্বিগ্ন চিত্তে শ্রোতারা বসে আছেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হল সঙ্গীতের মাধ্যমে। সেদিন আমাদের প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশের মহঃ আবদুল হাই মহাশয়। অনুষ্ঠান শেষে পঙ্কজবাবুর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হল। আজও মনে পড়ে সেদিন সেই সভাতে তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু সকলের মনে প্রাণে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে

বিরাজ করছিলেন।

গান্ধী সেবা সংঘ পঙ্কজবাবুর এই সেবা ও ভালোবাসা আজও মনে রাখবে।

উত্তরণ আমাদের সকলের একটি অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান। একটি সভা শেষ হলেই আমরা পরের সভাটির জন্য ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করি। প্রথম দিকে সংঘের কর্মকর্তাদের খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য। সংঘ এরই মধ্যে ১৬টি উত্তরণের অনুষ্ঠান করেছে। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা সভাই আপন মহিমায় সফল। ভুলত্রুটি হয়তো হয়েছে—তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের উদ্দেশ্য প্রবীণ বন্ধুদের সরলভাবে আনন্দ দেওয়া। পঙ্কজবাবু ছিলেন আমাদের পথদ্রষ্টা—আমরা ওনার মতো চমক না দিতে পারলেও আন্তরিকভাবে নতুন কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করি।

পঙ্কজবাবুর বিশেষ পরিচিতি মহলের থেকে যে সব মানুষরা সংঘে এসেছেন—তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যেমন কবিতা হাজারিকা, এপোলো হাসপাতালের প্রধান ডায়েটিশিয়ান ডঃ সব্যসাচী মিত্র, বিশ্বাত্মা সাচ্চীদানন্দ স্বামী, সানাইবাদক হাসান হায়দার খান, গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, লাইমা স্টাইল গুরু গুরুপ্রসাদ ব্যানার্জী, ডঃ শঙ্কর নাথ, এভারেস্ট বিজয়ী শ্রী উজ্জ্বল রায়, ডঃ কৃষাণু বনিক, ব্রিপোওয়ার দেবাশিস দাস, S&IB-র কর্ণধার শ্রী শ্যামল কর্মকার, সাঁতারু তেহরিনা নাসরিন, চিত্র অভিনেতা শ্রী বরুণ চন্দ, এমন কত বিখ্যাত মানুষ।

এরপরেও আমরা সফলতার সঙ্গে আরও চারটি সভা করেছি। যেখানে আমাদের সহকর্মী ও বন্ধু সুপ্রিয় দাস মহাশয়ের গল্পের মতো অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন কাহিনি শুনেছি। শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এরপরেও ডাঃ সুস্মিতা হালদার, যিনি প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়েই কাজ করেন—তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। এরপরে চিত্র পরিচালক ও সমাজসেবী শ্রীমতি শতরূপা সান্যাল একটি সভায় এসেছেন। আমাদের উত্তরণের ভেলা নিয়মিতভাবেই আশাকরি ভাসবে। সর্বোপরি গান্ধীর শ্রোতা বন্দুদের সহযোগিতা ও উৎসাহ দেখে আমরাও উৎসাহিত ও মুগ্ধ। এমনভাবেই আপনারা আমাদের প্রেরণা দেবেন। আপনারাও এগিয়ে এসে অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দর করার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। এই উত্তরণ অনুষ্ঠান সকলের জন্য—আমরা সংঘের তরফে আয়োজন করি মাত্র। এতদ অঞ্চলের প্রধান নাগরিকদের উপস্থিতিই আমাদের উৎসাহিত করবে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ ঃ ৭৫ বছরের এক অনন্য যাত্রা

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় যুবকের সংঘের কাজে যুক্ত করার জন্য একটি যুব শাখা খোলা হবে। আর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুরু হবে একটি ব্রতচারী ট্রেনিং সেন্টার। এছাড়াও ঠিক হলো যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এলাকাবাসীর জন্য একটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার কাজও শুরু করা হবে।

এইসব কাজের মাধ্যমে গান্ধী সেবা সংঘকে একটি বহুমুখী জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার এটাই হল আদি পর্ব। এই সময় প্রেসিডেন্ট অধীর বোস ও সেক্রেটারি মাণিক্য রতন গুহঠাকুরতা ঘন ঘন মিটিং এর আয়োজন শুরু করলেন। এই সব মিটিং এ সংঘের কার্যকরী সদস্যরা ছাড়াও নানা বিষয়ে উৎসাহী ও পারদর্শী স্থানীয় মানুষজন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিতে শুরু করলেন। অধীর বাবুর বৈঠকখানায় বসা সেই সব মিটিং এ অতিথিরা অনেক নতুন ও বিশেষ ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করতেন। এই ভাবে সংঘের পরিচিতিও বাড়তে থাকলো। মাণিক বাবু মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে তুলতে একটি সেলাই শেখার ক্লাস শুরু করার উদ্যোগ নিলেন। নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরীর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হলো। উৎসাহের শেষ নেই। ঢাল লাও! বন্দুক লাও বটে! কিন্তু এসব আনবে কে? মানুষই কোথায়? আর সবচেয়ে বড় দরকার টাকা, তাই বা কোথায়! অধীর বাবুর মতো আরো কিছু হিতৈষী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে থাকলেন। যুব শাখার কাজ আরম্ভ হল দিলীপ গুহ ঠাকুরতার নেতৃত্বে। দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় শুরু হয়ে গেল ডক্টর এ মিত্র আর ডক্টর এস, পালের হাত ধরে। তারা সপ্তাহে দুদিন করে রোগী দেখবেন। এর জন্য ডাক্টার পাল ৫০ টাকা আর ডাক্টার মিত্র ২৫ টাকা করে মাসিক সাম্মানিক পাবেন। আর একজন কম্পাউন্ডার পাবেন ১৫ টাকা করে মাসে। ব্রতচারী ট্রেনিং এর জন্য ট্রেনার পাবেন মাসে ২৫ টাকা। ঠিক হলো পয়লা বৈশাখ থেকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হবে। শেখাবেন নির্মল চক্রবর্তী আর সমীর দাস। এর জন্য এরা পাবেন মাসে ২৫ টাকা করে। এছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের সাম্মানিক তো আছেই। এই সব কিছুর জন্যই নিয়মিত টাকা চাই। ঠিক হলো শ্রীভূমি, পাতিপুকুর আর লেকটাউন অঞ্চল থেকে যত বেশি সম্ভব নতুন সদস্য করতে হবে। সাধারণ সদস্যদের মাসিক চাঁদা এক টাকা। এছাড়া অন্যভাবে সবার কাছ থেকে নিয়মিত দান সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করতেই হবে। এর বাদেও যা ঘাটতি পরবে তার জন্য আছেন অধীর বাবুর মতন আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী।

নিয়মিত স্কুল চালানো ছাড়াও অনেক নতুন নতুন কাজ শুরু হলো আর আরো কাজের পরিকল্পনা হতে থাকলো। জায়গা তো একটাই সবেধন সেই স্কুল বাড়ি। সেখানে অনেক বাইরের মানুষের উৎপাত। তাদের আটকাতে স্কুল বাড়িতে চারদিকে পাঁচিলের ব্যবস্থা করতেই হবে। এবারে এগিয়ে এলেন শ্রীমতি সুশীলা বাচোয়াত। উনি লেকটাউনের জাস্টিস বাচোয়াতের বাড়ির বধু। সমাজের কল্যাণের তার প্রচন্ড আগ্রহ। তিনি যোগালেন ইট বালি সিমেন্টের খরচ। পাঁচিল তৈরি শুরু হল। এলাকার মানুষের উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছে। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে- অধীর বাবুর বাড়িতে মিটিং ডাকা হয়েছে সেখানে কার্যকরী সমিতির সদস্য আছেন সাত জন আর আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তেইশ জন।

গান্ধী ফিজিওথেরাপি সেন্টার

অরিন্দম মুখার্জী

বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির সাথে সাথে 'ফিজিওথেরাপি' চিকিৎসা ব্যবস্থার এক অপরিহার্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। গান্ধী সেবা সংঘে অন্যান্য বহু পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি সেন্টার একটি বিশিষ্ট পরিষেবা হিসাবে গড়ে উঠেছে। সংঘ দীর্ঘদিন ধরে একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রেখেছিল। সেই মতই ২০২১ সালের ৫ই এপ্রিল শুরু হয় গান্ধী সেবা সংঘ ফিজিওথেরাপি সেন্টার, যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে

আসেন **তেরাপন্থ মহিলা জৈন কমিটি**। চার বছরে মোট ১১৭৪৬ জন এলাকাবাসী এই পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। একদম প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজকে এই পঞ্চমবর্ষেও এই সেন্টারে পরিষেবা মূল্য একই রাখা হয়েছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, আধুনিক যান্ত্রিক পরিষেবা যুক্ত কেন্দ্রে সুপ্রশিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ থেরাপিস্টর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষেবা প্রদান করছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রটি আরো প্রসারিত করা হয়েছে যাতে আরে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে এবং নার্ভ বা স্ট্রোক ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদেরও পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। বর্তমানে সোম থেকে শনি প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত্রি আটটা অব্দি সেন্টার খোলা থাকে। ফিজিওথেরাপি বিভিন্নভাবে নানা শারীরিক সমস্যা সমাধান করে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে।

১ ব্যথার উপশম

ফিজিওথেরাপি অন্যতম প্রধান উপকারিতা হল দীর্ঘস্থায়ী তীব্র বাথা উপশম করা। পিঠে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা আর্থারাইটিস বা যেকোনো ধরনের পেশি বা অস্থি সংযোগস্থলে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত কার্যকর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত চিকিৎসা প্রদান করা হয় Manual therapy, ultra sound therapy, TENS, IFT, Muscle stimulation Wax bath ইত্যাদি পদ্ধতিতে।

২. চোট বা আঘাত জনিত ব্যথা থেকে মুক্তি

চোট বা আঘাত থেকে সেরে ওঠার জন্য ফিজিওথেরাপি একট অত্যন্ত বিশ্বস্তকর মাধ্যম। খেলাধুলার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দ্রুত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করে এবং ভবিষ্যৎ আঘাত থেকে প্রতিরোধ করে শরীরের পেশি এবং জয়েন্ট গুলিকে শক্তিশালী করে এবং আঘাত আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্ম রূপে কাজ করে ফিজিওথেরাপি, muscle spasm, strain, tissue injury ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করে।

৩. স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্যার চিকিৎসা

স্ট্রোক পার্কিনসন সেরিব্রালপালসি, চাইল্ড মাল্টিপল স্কুলের ইস বা জিবিএস এর ইত্যাদির মতো স্নায়ুতন্ত্র জনিত রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি অপরিহার্য মধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ ছাড়া ফিজিওথেরাপি মস্তিষ্ক ও শারীরিক পেশী সমন্বয় পুনরুদ্ধার করে শিশুদের চিকিৎসা করা হয় শারীরিক শক্তি ও ভারযোগ্য এবং সমন্বয় উন্নত করতে সাহায্য করে।

৪. আর্থারাইটিস ও শল্যচিকিৎসা পরবর্তী ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা

বয়স্ক ব্যক্তিদের এই আর্থারাইটিস এর সমস্যা খুবই বেশি তার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয় বা বিভিন্ন চিকিৎসা যেমন ইউএস-টি টেন্স এবং ব্যায়াম করানো হয়।

আর্থারাইটিস এর কারণে total knee replacement এখন অত্যন্ত বেশি পরিমাণে হচ্ছে। পোস্ট অপারেটিভ ফিজিওথেরাপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাঁটাচলা করানো এবং অস্ত্রোপচারের ফলে যা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পুনরুদ্ধারের জন্য ফিজিওথেরাপির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, জয়েন্ট মুভমেন্ট রেঞ্জ বৃদ্ধির জন্য এট অত্যন্ত আবশ্যক।

ফিমার বোন ভেঙে গেলে hip joint replacement অস্ত্রোপচার করা হয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য এবং ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। শোল্ডার জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট রিস্ট জয়েন্ট আঘাত জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ভেঙে গেলে অনেক সময় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীতে সেই পেশির ক্ষমতা এবং অস্থিসন্ধির গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক।

৫. হৃদরোগ ও ICU management with ফিজিওথেরাপি

ICU তে যে সমস্ত রোগী ভর্তি থাকে, বিশেষত (Low Respiratory Traffic Infection) বা AECOPP ইত্যাদি কারণে তাদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য চেস্ট ফিজিওথেরাপি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর ৭-এর পাতায়

বাংলা সাহিত্যে দুই দিকপাল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু

ড. ঝুমা রায়চৌধুরী (দত্ত)

[জীবনের সত্যান্বেষী শরদিন্দুর ১২৫তম জন্মদিনে বাঙালী ভোলেনি ব্যোমকেশের সৃষ্টিকর্তাকে, আবার দশ বছরের অমানুষিক শ্রমের অসমাপ্ত ফসল 'দেখি নাহি ফিরে' রেখে চলে গেলেও আজ ১০০তম জন্মদিন পার করেও তাদেরই ফিরে ফিরে দেখতে সমস্ত পাঠককূলের মন চায়। আজকের এই নিবেদন সেই সাক্ষ্যই বহন করে।] সম্পাদকের কলমে

বাংলা কথা সাহিত্যে দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু। তাঁদের সময়কাল যথাক্রমে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ মার্চ ১৮৯৯ সাল থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। আর সমরেশ বসু ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ সাল থেকে ১২ মার্চ ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। বয়সে পঁচিশ বছরের ব্যবধান দুই সাহিত্যিকের। মানসিকতাতেও ছিল বিস্তর ফারাক। শরদিন্দুর প্রথম কবিতা গ্রন্থ "যৌবন স্মৃতি" প্রকাশিত হয় তাঁর কুড়ি বছর বয়সে। যখন তিনি বিদ্যাসাগর আইন কলেজে পড়াশোনা করতেন। তখন আমাদের আলোচিত দ্বিতীয় সাহিত্যিক জন্মগ্রহণই করেননি। তবে সমরেশেরও প্রথম গল্প "আদাব" প্রকাশিত হয় তাঁর বাইশ বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর দেশভাগের প্রেক্ষাপটে। দুই সাহিত্যিকের মিল একটি জায়গায় তা হল দুজনেই গোয়েন্দা সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গোয়েন্দা সাহিত্য রচনায় যতখানি জনপ্রিয় সমরেশ বসু হয়তো ততটা নন। তবে গোয়েন্দা সাহিত্যে তাঁর প্রতিপত্তিও কম নয়। শরদিন্দুর বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পাশাপাশি সমরেশের অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁর গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের সৃষ্টিকর্তা রূপে। বর্তমান নিবন্ধে আলোচনায় উঠে আসবে দুই গোয়েন্দা চরিত্র এবং তাদের সহকারীরা বাংলা সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু এবং সমরেশ গোয়েন্দা সাহিত্য ছাড়াও স্বক্ষেত্রে আরো বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শরদিন্দুর লেখায় রহস্যের পাশাপাশি বর্ণময় হয়ে উঠেছিল ইতিহাস। ঐতিহাসিক গল্প এবং উপন্যাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই উচ্চারিত হয়। ইতিহাস সম্পর্কে শরদিন্দু ছিল আজন্ম আগ্রহ। তিনি তাঁর লেখায় ইতিহাসের ভেতর গল্পের সন্ধান করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধ যুগ, গৌড়বঙ্গ, চৈতন্যের সমকাল, মুঘল যুগ, পর্তুগিজ ও ইংরেজ অধিকৃত বাংলার সমকাল ইত্যাদি তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনীগুলির প্রেক্ষাপট। পাশাপাশি সমরেশ সাহিত্যে রয়েছে একদিকে যেমন শ্রমিক ও নিম্নজীবী মানুষের আখ্যান, কখনো আবার বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক যুবমানসের প্রতিবাদ। এরই মাঝে শক্তিশালী এই কথা সাহিত্যিক বেশ কিছু গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করেছেন। একজন তাঁর তরুণ গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর, অন্যজন খুজে গোয়েন্দা গোগোল। আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী। ব্যোমকেশের ভক্ত ছিলেন সমরেশ।

পাশ্চাত্যের পাশাপাশি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য কম সমৃদ্ধ নয়। বাংলায় সার্থক ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন লেখক পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫)। তাঁর গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। গোয়েন্দা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হলেন ব্যোমকেশ স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরীটি স্রষ্টা নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ফেলুদা স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এবং সমরেশ বসু পরিবেশন করেছেন তার বিখ্যাত দুই গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর এবং গোগোলকে। সমরেশের পরবর্তীকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, বিমল করের কিকিরা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ইত্যাদি চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় শখের ডিটেকটিভ রূপে ব্যোমকেশের প্রথম প্রবেশ ছদ্মবেশে "সত্যান্বেষী" গল্পে। কলকাতার চিনা বাজার অঞ্চলে একসময় মাসের পর মাস খুন হয়ে চলছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাতে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল। একদিকে

এরপর ৭-এর পাতায়

ভাষার বহুতা ও বহতাঃ

স্বাতী গুহ

দশ বছরের কিছু আগের কথা। রুবি হাসপাতাল সংলগ্ন কালিকাপুর অঞ্চলের একটি আবাসনের মানুষের আধার কার্ড তৈরির ডাক পড়েছিল তিলজলা অঞ্চলের একটি স্কুলে। জানা গেল কলকাতা শহরে ওড়িয়া মাধ্যম উচ্চবিদ্যালয় আছে। অর্থাৎ তখনও ছিল। অবশ্য রেল কলোনীর আত্মীয়-স্বজনের সূত্রে জানা খড়্গপুরের তামিল আর ওড়িয়া মাধ্যম স্কুলের কথা। আর আদ্রার রেল কলোনীতেও ছিল তামিল স্কুল। দিল্লীর বিখ্যাত রাই-সিনহা স্কুল বাংলা পড়াত এই কিছুদিন আগেও। বম্বে বা মুম্বই হয়ে ওঠার আগে বেশ নাম করেছিল দাদারের বাংলা স্কুল। এখনও আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ চালু আছে রমরম করে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অন্তর্গত এইসব বিদ্যায়তনিক পরিসর ঠিক কতদিন নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখতে পারবে, সে ভবিষ্যতবাণী উচ্চারণ করা কঠিন। ভারতের বাইরে ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের খবর আছে। অনেক ক্ষেত্রে তা সাউথ-এশিয়ান স্টাডিজ-এলাকার অন্তর্ভুক্ত। অনেক জায়গায় তা বিদেশি ভাষা বিভাগের একটা অংশ জুড়ে আছে। বাংলাদেশের কথা আলাদা করা উল্লেখের প্রয়োজন নেই আপাতত। কারণ সেই একটি মাত্র দেশ যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিংবা বলা চলে বাংলাদেশ হল সেই দেশ, যে দেশের জন্যের ইতিহাসে আছে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতি-সত্ত্বা গঠনের রক্তাক্ত পর্যায়ক্রম। আসামের বরাক উপত্যকাও যেমন আদায় করে নিয়েছিল বাংলাভাষা ও বাঙালির নিজস্বতাকে কুর্ণিশ করার মতো আমরণ সক্রিয়তা।

একে একে নিবিছে দেউটি-র মতো ক্রমশ বন্ধ হচ্ছে এরাজ্যেও ভারতীয় অন্যান্য ভাষা-মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার। একই স্কুল ঘরের দেওয়াল তুলে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ দেওয়ার স্বপ্ন শুধুমাত্র বিশ্বায়িত মানব-সম্পদ তৈরি করা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মুখ যাতে একেবারে ম্লান না হয়ে পড়ে, তা থেকে বাঁচা বা বাঁচানোর কৌশল।

কলকাতার নামী ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের বিভিন্ন শাখা বন্ধ হয়েছে অচিরেই। সংস্কৃত ভাষাচর্চা কেন্দ্রীয় বদান্যতায় কিছুটা হালে পানি পেলেও পালি ভাষাচর্চা ক্রমশ বুদ্ধ ধর্ম চর্চার কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে মনে হয়। অথচ ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্যকে জানতে, পড়তে, বুঝতে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষাচর্চা যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততটাই প্রয়োজন আরবি কিংবা ফারসির ভাষাচর্চা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ক্রমশ এতটাই কক্ষে কক্ষান্তরে বিভাজিত হয়ে চলেছে যে সম্পূর্ণতার ধারণা সেখানে নেহাতই বাহুল্য।

জীবনে ও যাপনে বিশিষ্ট বা স্পেশালিস্ট হওয়ার যুগ এটা। সবাই এলাকার বাইরে যেতে অনিচ্ছুক। কানের ডাক্তার যেন কপাল কেটে গেলে দেখবেন না এমন হাস্যকর ইস্তাহার আমাদের প্রতিদিনের আদান-প্রদানে। অথচ আমাদের ঐতিহ্য তো ধরা-কে সরায় ধরার। নখ-দর্পণ ছিল কোনোদিন আমাদের। আইনস্টাইনই বেহালা বাজাতেন সময় পেলে। হাজার-লক্ষ উদাহরণের ঢের লেগে গেলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্র বিভাজিত হয়ে যায় আদি-মধ্য-অন্তে। কখনও আধুনিকে-উত্তরাধুনিকে। কখনও যুদ্ধবিদ্যায় আর শান্তি-প্রস্থানে। বিজ্ঞানেও তেমন হাজারও বিভাজন। ভাষায় ভাষায় সেই সংস্কৃতির বহমান নজির। তাই ভাষাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম কৌশল বলা যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার মৃত্যু ও ভাষা সংরক্ষণের ঘটনা খুঁজতে গিয়ে যা হাতে আসে, তা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের কিংবা হিংসার ইতিহাস। খুব কম ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাষার মৃত্যুর ইতিহাস লেখা আছে। ১৮৩০ নাগাদ ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার আদিবাসীদের রাতারাতি খুন করে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তাই ওখানকার ভাষার মৃত্যু হয়েছিল হঠাৎ করে। মার্কিন দেশের আদি আমেরিকানদের ভাষাগুলি হারিয়ে গিয়েছিল সেদেশের একভাষা নীতির শিকার হয়ে। তাই ভাষার সেই মৃত্যু ছিল ধীরে ধীরে হারিয়ে নিঃশিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা। এছাড়াও আমাদের দেশে ধর্মীয় ব্যবহারে এসে টিকে থাকা সংস্কৃত ভাষা কিংবা খ্রিস্টধর্মে লাতিন ভাষাও এক সময় হারিয়ে যেতে বসেছিল, মানুষ সে ভাষায় আর কথা বলছিল না বলে।

ভাষার আসল উদ্দেশ্য হল সংযোগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগে যতক্ষণ কোনো ভাষা পারঙ্গম ততক্ষণ সে বর্ধমান। আড়ে-দৈর্ঘ্যে ভাষা জীবন্ত তখন। তাই কোন কোন ভাষার লিপি না থাকা বা থাকার ওপর নির্ভর করে না সে ভাষার সংযোগ ক্ষমতার। বরং লিপি থাকলে বা অন্য লিপিতে লিখিত হলে তা সঞ্চারিত হতে পারে পরবর্তী প্রজন্মে। হারিয়ে যায় না তা। সংস্কৃতে যোগাযোগ রক্ষার কাজ পৃথিবীতে গুটিকয়েক স্থানে আজও প্রচলিত থাকলেও, তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পুঁথির সম্ভার। সাহিত্য, দর্শন, অলংকার, কাব্য, নীতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র সহ যাবতীয় জীবনাচরণের জ্ঞান প্রোথিত আছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজিতে। তাই হালের "নলেজ ট্রান্সফার" বা জ্ঞানের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বকে এসে পৌঁছোতে হয় এই ভাষার কাছে। এছাড়া মানুষের ইতিহাসের নানা বাঁকে যে সমস্ত লিপিমালা সময় আর তার সাময়িক তথ্যকে ধরে রেখেছে, সেখানেও সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ফারসি, আরবি-র গুরুত্ব অপরিসীম, আমাদের দেশের নিরিখে।

অথচ এটাই ভারত। কথায় বলে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পেরোলেই নাকি মানুষের রহন-সহন যায় বদলে। বদলে যায় ভাষা। কিন্তু অষ্টম তফশিলে ২২টি ভাষাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে সংবিধানে। তবু আমরা ভারতবাসীরা বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রত্যয় নিয়ে রাস্তা পেরোই। কোনো ভাষা বড় নয়, কোনো ভাষা ছোট নয়। উপভাষা বলে দেগে দেওয়া যে ভাষাগুলি তাকেও কি আসলে উপ-তকমায় আটা সম্ভব ? আসলে শুধু ভাষা নিয়ে নয়। বিষয়টা আরও একটু বড়মাপের। আমি-আমরা বা ছাড়া অন্য যা কিছু সেই অপরের ধারণা নিয়ে কথা বলা বা সেই ভাবনায় কাজ করার আকাঙ্খা। এডোয়ার্ড সাইদ-র সেলফ আর আদার-এর যা আভিধানিক অর্থের পিছনে ছুটে ফেরা। তা ভাষার বয়ানে প্রতিদিন জুড়ে চলেছে কিছু বাইনারি অর্থাৎ পরিস্কার দুটো ভাগে ভাগ। যার বাইরে যেন কিছু নেই। অথচ দেরিদা দেখালেন, পৃথিবীতে এর বাইরে কিছু নেই এমনটা হতে পারে না। বলা যেতে পারে প্রথমভাগ কিছুটা বেশি সুবিধে পায় হয়ত কিন্তু দ্বিতীয় অসত্য নয়। মানুষের হীনমন্যতাও তাকে অলীক উত্তমর্ণ করে তোলে কখনও কখনও। আমরা হয়ত তখন লার্জার দ্যান লাইফ-র খোঁজে থাকি। তাই পারস্পরিক ঘৃণা বা বদলা নেওয়ার ঘটনা চলতে থাকে। আর ভাষা হিসেব নিকেশ রাখে এসবেরও। শক্তির প্রমাণ দিতে নিজ নিজ ভাষাকে ঈশ্বরের মুখের ভাষা বলে প্রতিপন্ন করার এক ব্যগ্রতা আজও স্পষ্ট। দেবতার কাছে প্রার্থনার ভাষাকে তাই সংস্কৃত হতে হয়। কিংবা জার্মান। বাকি সবটা ব্রাত্য। ভাষা নিয়ে অহংকার আর অন্যের ভাষা নিয়ে ঠাট্টা চলেছে সেই কোন কাল থেকে। বাঙালিকে বা বঙ্গদেশের অধিবাসীকে পাখির জাত বলে গাল পারাও সেই ঠাট্টার আর এক পিঠ!

ছোটোবেলায় মায়েদের মুখে শোনা যেত একটা প্রবাদ "কোনো দেশের বুলি/কোনো দেশের গালি"! অথচ সেসবে কোনো উষ্মা ছিল না। যা ছিল তা হল সহনশীলতা। তবে বাঙালি নিজেকে নিয়ে গর্বে অপরকে খোট্টা, মেরো এসব যে যে এন্তার বলেছে, সেকথা ভুলতে চাইলেও সময়ের শরীর থেকে তাকে খসিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে কি কখনও? আবার ভেতো, কাঁদুনে-এসব বিশেষণে বাঙালিকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা থেকে যাবে। আমরা-ওরা মুছতে চাওয়া মানুষ আসলে ডি-কলোনিয়াল মানুষ! তার দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বলা যায়। পৌঁছোতে ঢের দেরি। তাই সমস্ত রকম নন্দনতত্ত্ব-র নবতম পাঠ তৈরির সময় এসেছে। সেখানে লিঙ্গসাম্য, সম্প্রদায়ের সমতা, পেশার গুরুত্ব, স্থানিক ও কালিক বাতাবরণকে নতুন করে ফিরে দেখার কাল শুরু হয়েছে। ভাষাও তাই কিছুটা হলেও জড়তা কাটিয়ে ওঠার দিকে পা-বাড়িয়েছে বলা চলে। কবি কিংবা অধ্যাপক নারী-পুরুষ উভয়ের অভিধা হতে পারে। জলপানি পেয়ে অধ্যয়নের সুবিধে পেতে পারেন যে কোনো কৃতি শিক্ষার্থী। রাজা-রাণি বরং নিপাত যেতে পারে। মানুষ থাকুক মানুষের জন্য। রাজনীতি হোক মানবনীতি এমন দাবি জোরালো হোক। তবেই বোধহয় মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যাবে।

ক্রমশঃ

সেবামূলক কাজে 'দমদম নক্ষত্র'

বরুণদেব ঘোষ

সমাজের বিভিন্ন পেশায় কিছু মানুষের মিলিত প্রয়াসে ২০১৮ সালে গড়া হয়েছিল 'দমদম নক্ষত্র'—এক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। যারা নজর রাখছেন দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা তাদের সার্বিক উন্নতি। কখনও শীতের বস্ত্র, পুষ্টিকর খাবার নিয়ে তার পৌঁছে যাচ্ছেন এস এস কে এম হাসপাতালের শিশুবিভাগ পর্যন্ত। এই সংস্থা শিশুদিবসে এই হাসপাতালে দরিদ্র শিশুদের আনন্দ দিতে এগিয়ে দেন খেলনা, ছবি আঁকার খাতা, রং পেনসিন, ফল এবং নানা উপহার। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার দিকে ততটাই সচেষ্ট থাকেন, তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় অধ্যয়ন সংক্রান্ত সামগ্রী জোগান দিয়ে থাকেন। করোনা কিংবা আমফান দুর্গতদের পাশে এগিয়ে ধরেছেন সামর্থ্যমত ত্রাণ তহবিলের অর্থ। দমদম বিমানবন্দরের নিকটে অবস্থিত এই সংস্থার আধিকারিক শ্রী আলোক সরকার জানালেন এসব কাজের জন্য উপযুক্ত অনুদান পেলে তারা আরো কিছুটা মানুষের কল্যাণসাধন করতে পারেন। যোগাযোগের জন্য ফোন : ৭০৪৪০৮১১৭৮

সংঘ ও সেবানিবাস সংবাদ

মধুমিতা মোদক

দীর্ঘদিনের নিরন্তর প্রচেষ্টায় সংঘ ভবনের চতুর্থ তল সম্পূর্ণ হলো, ফলে রোগীদের সাতাশটির জায়গায় এখন ৩৬ টি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ঘর প্রস্তুত, সঙ্গে তিনতলার মতোই একটি কমন রান্নাঘর। এই নির্মাণ কাজে সংঘের অত্যন্ত উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য সুপ্রিয় দাসের প্রতিদিনের উদ্যম ও সচেষ্ট প্রয়াস অবশ্যই উল্লেখনীয়।

গান্ধী সেবা সংঘের সেবানিবাসের রোগী ও তার পরিজনদের সঙ্গে সদস্যদের 'সোমবারের আড্ডা' সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত একটি বিষয়, যেখানে অসুখের কথাটি বাদ দিয়ে গান গল্প কবিতা এবং নিছক আড্ডায় প্রতিটি সোমবারের সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সকলে মেতে থাকেন, চলতে থাকে টুকিটাকি খাওয়া দাওয়া, কখনো কারো সৌজন্যে তা বৃহৎ আকারও ধারণ করে অবশ্য। শোনা যায় সাঁওতালি গান, বাউল সংগীত, নীরেন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি, রান্নাবান্নার কথা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ বা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প। কখনো বা অসুস্থ মেয়েটিই নাচতে শুরু করে আর তাকে উৎসাহ দিতে সঙ্গ দেন সংঘের বর্ষিয়ান সদস্য সুপ্রিয় দাস। অনেকেই নিজেদের কোন ব্যক্তিগত উল্লেখযোগ্য দিনকে মনে রেখে সোমবারের আড্ডায় উপস্থিত হন সেবানিবাসীদের জন্য সান্ধ্য জলখাবার বা অন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে। অঙ্কুশ কর্মকার ও তার বন্ধুরা খাদ্যসম্ভার নিয়ে এসেছিলেন 'A better life' দলের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন সোমবারের আড্ডায় অনেকেই এইরকমের* দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন, উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রী রঘুনাথ কুণ্ডু, জয়া মজুমদার, দেবযানী চৌধুরী, জবা গুহঠাকুরতা, দমদম সঙ্গীতায়নের শ্রী স্বপন পাল, বকুল বোস, নীলিমা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা পাল, সুদীপ পাল, বাগুইহাটির শুভদীপ নিয়োগী, সীতারাম গোস্বামী, মিতা দাস-উপাসনা দাস, তেরাপন্থ জৈন গোষ্ঠীর ববিতা তাতের, কালিন্দীর অসীম গুহ, ফ্রেন্ডস ফরএভার এবং ইনার হুইল লেকটাউনের সদস্যরা, ড. বিপুল শর্মা, ইয়াসমিন রহমান ও তার বন্ধুরা, ড. শুভদীপ পাল ও WHY সংস্থার সদস্য এবং এমনই আরো অনেক সংঘ শুভানুধ্যায়ীরা।

কখনো বা অনেকে সেবানিবাসীদের জন্য আয়োজন করেন দুপুরের বা রাত্রের খাবারের। যাদের মুখে খাবারের অসুবিধা আছে তাদের জন্য ছাতু সুজি ডিম দুধ ডাল ইত্যাদি প্যাকেটের আয়োজন করে থাকেন তাঁরা। কোন্নগরের বাসিন্দা ডা. দেবারতি মুখার্জী, সংঘ সদস্য শ্রী সমর গাঙ্গুলী, নীলিমা ভট্টাচার্য, বোলপুরের রিম্পা রায়, পঞ্চানন তলার সন্দীপন মিত্র, লেকটাউনের পাপিয়া সাহা, ধীমান সাহা প্রমুখরা।

২৩ শেষ মার্চ সকালে খ্যাতনামা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলি তার বহুকালের বন্ধু ও রামমোহন লাইব্রেরীর ট্রেজারার সজল ঘোষ এবং অঙ্কোলিঙ্ক সংস্থার দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী অনুপ মুখার্জিকে নিয়ে গান্ধী সেবা সংঘে এসেছিলেন। ডাঃ গাঙ্গুলি বেশ কয়েক বছর পরে সংঘে এসে ক্যানসার রোগীদের জন্য গান্ধী সেবা নিবাসের চারতলার নতুন ঘরগুলি ও এখনকার সমস্ত ব্যবস্থা দেখে ও আমাদের সাথে কথা বলে অত্যন্ত খুশি। গান্ধী সেবা সংঘের সঙ্গে ডাঃ গাঙ্গুলির সম্পর্ক ২০০৩ সাল থেকে। তখন থেকেই ক্যানসার রোগীদের জন্য সংঘের কাজ শুরু। তারপর তিনি বহু বারই সংঘে এসেছেন, সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। সেদিনের আলোচনায় ক্যানসার রোগীদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে কি ব্যবস্থা নেওয়া

TIMES CITY

SUNDAY TIMES OF INDIA, KOLKATA
MARCH 16, 2025

In city's north and south, two homes away from home house 2k cancer patients a year

Sumati.Yengkhom
@timesofindia.com

Kolkata: Two facilities in the city that provide accommodation to cancer patients from districts, undergoing treatment in Kolkata, along with their families, at a nominal charge, are complementing the state's Swasthya Sathi scheme. In the past year, these two facilities, one in Sreebhumi and the other in Tollygunge, have helped more than 2,000 patients during their prolonged stays here.

Patients from all faiths,

TIMES Special

communities and districts and even those from Bangladesh find a place there.

Ranjan Baidyakar from Hiranpur in Burdwan underwent surgery at Tata Memorial Hospital in Mumbai. The oral cancer patient is now receiving radiation and chemotherapy at Apollo Multispeciality Hospital under Swasthya Sathi. "The expenses for the 30 cycles of radiation and six ro-

Pics: Mayukh Sengupta, Basabdatta Sarkar

BUDGET STAY @₹20 TO ₹130 PER DAY

Extension work is on at the 27-room Gandhi Seva Niwas

Gandhi Seva Niwas
➢ Located in Shreebhumi, it is run by Gandhi Seva Sangha
➢ No. of rooms: 27
➢ Charge per room per day: ₹80-₹100

Niramoy Bhawan in Tollygunge can house 20 patients, along with their families

Niramoy Bhawan
➢ Located in Tollygunge, it is run by Bharat Sevashram Sangha
➢ No. of rooms: 13 rooms and 4 halls
➢ Charge per room per day: ₹20 to ₹130

...arnt about Gandhi Seva Niwas in Sreebhumi, where we are staying at a very nominal cost," said Phuchi, wife of Ra-

Run by Gandhi Seva Sangha, the facility has 27 rooms, each of which can accommodate a patient and two caregi-

A van donated by local MLA and minister Sujit Bose ferries the patients living there to and from the hospitals.

for his mother Budhi Khataun's treatment at CNCI Hazra. They have been visiting the city for treatment the past eight months. While the treatment expenses are taken care of under Swasthya Sathi, the accommodation at Rs 100 a day is provided by Niramoy Bhawan in Tollygunge. "Every time we visit Kolkata for treatment, we have to be here for at least 10 days. With my meagre income, it would have been difficult to afford accommodation had it not been for this ashram," said Ali, a carpenter.

With 13 rooms and four halls, Niramoy Bhawan, run by Bharat Sevashram Sangha, can accommodate around 20 patients and their family members at a time. The charges range from Rs 20 a day to Rs 130 a day. Bharat Sevashram Sangha officials, including Dilip Maharaj, ensure the services run uninterrupted.

"Patients can avail of free cancer treatment at govt hospitals and under Swasthya Sathi in private hospitals. But many from districts often drop out of chemotherapy and radiation as they can't afford

যায়, কোথায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে PET CT, MRI ইত্যাদি টেস্ট করানো যায়, 'রোটারী ক্লাব', 'ফাইট ক্যানসার' ইত্যাদি সংস্থার সহায়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে আবারও আসার এবং উত্তরণ এর অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, এমন কথা দিয়ে গেলেন ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলি।

সেবানিবাসের জন্য দুটি মিক্সি দিলেন লেকটাউনের শ্রীমতী কৃষ্ণা বরাট ও গ্রীন পার্কের শ্রীমতী স্বপ্না হাজরা। এখানে রোগীদের একটি বড় অংশকে রাইলস্ টিউবের মাধ্যমে খেতে হয়। তাদের খাবার বানাতে মিক্সি খুবই প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি চার তলায় থাকার জন্য নটি ঘর ও একটি রান্না ঘর চালু করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি তলায় রান্না ঘরেও আর একটি মিক্সিং প্রয়োজন ছিল। এঁদের দেওয়া মিক্সিগুলো এই অভাব পুরণ করলো।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সংঘভবনের লিফ্ট প্রস্তুতিপ্রায় সমাপ্তির পথে যা অবশ্যই ক্যান্সার রোগীদের ওঠানামার কষ্ট লাঘব করবে। এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে জিটিপিএল সংস্থা, তাদের সিএসআর তহবিল থেকে বারো লক্ষ টাকা সংঘকে এ জন্য দিয়েছেন।

সেবানিবাসীরা মধ্যাহ্ন ভোজনে

সেবানিবাস পরিদর্শনে

স্বনির্ভরতায় গান্ধী সেবা সংঘ

তপতী গাঙ্গুলী

গান্ধী সেবা সংঘে মূল মন্ত্র শিক্ষা সেবা ও স্বনির্ভরতা কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সংঘ দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় আগ্রহী মানুষকে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক পথপ্রদর্শক এর ভূমিকা নিয়ে এই কর্মসূচির পাশে দাঁড়ান। প্রথম সভায় প্রায় ৫০ জন মানুষ যোগদান করলেও পরবর্তীকালে এই প্রশিক্ষণ সক্রিয়ভাবে চালু হয় ২০২৪এর

কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেয়েদের সেলাই শেখানো, কম্পিউটার, ফটোগ্রাফি প্রভৃতির প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কর্মসূচি গুলি সফলভাবে পরিচালিত হওয়ার পরও বিশ্বব্যাপী কোভিদ মহামারী এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে স্থগিত রাখা হয়। বর্তমানে স্থানীয় আগ্রহী মেয়েদের নিয়ে ব্যাগ তৈরি প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে স্থানীয় বাসুদেব মন্দিরে রথের মেলায় প্রথম প্রদর্শনী ও বিক্রয় শুরু করে হয়। এই পর্যায়ে বিশ্বদেব চক্রবর্তী, গৌতম দে, গৌতম সাহা, হিরণময় সাহা, পরিমল রায়চৌধুরী এবং কৌশিক সাহা বিশেষভাবে ডিসেম্বরে। ১০ জন মহিলাকে নিয়ে সংঘের চার তলায় স্কিল ডেভেলপমেন্টের বারোশো স্কয়ার ফিটের ঘরে বীনা মাকালের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। প্রশিক্ষিত মেয়েরা প্রায় দুশোরও বেশি সুদৃশ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যাগ তৈরি করেছে এবং এর মধ্যে শতাধিক ব্যাগ বিক্রি হয়ে গেছে। এই কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সংঘ বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও ইন্ডোর প্লান্ট তৈরি প্রশিক্ষণে গাছের পরিচর্যা ও বিক্রয় বিষয়ে আরো একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কিছু কাজ শুরু হলেও এই কর্মসূচি এখনো প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

মাণিক্য মঞ্চে সংঘের অনুষ্ঠান

মধুমিতা মোদক

২০২৪ এ গান্ধী সেবা সংঘের আয়োজনে সংঘের মাণিকা মঞ্চে সাড়ম্বরে কবি প্রণাম ও বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে,। যেখানে সংঘ সদস্য, লাইব্রেরির সদস্য এবং শিশু বিকাশের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সমবেত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একক অনুষ্ঠানেও শিল্পীরা সকলকে মুগ্ধ করেন।

প্রতি বছরের মতো এবারেও স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস যথোপযুক্ত মর্যাদায় পালন করা হয়। সংঘের ব্যবস্থাপনায় গান্ধী সেবাসংঘ বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণে মাণিক্য মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিটি শ্রেণীর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানাধিকারী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রকে প্রশংসাপত্র মেডেল ও অর্থ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণ সদস্যদের পাশাপাশি সংযের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা মন্ডলী ও বহু বিদ্বজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালের অনুষ্ঠানে সেবা নিবাসের অধিকাংশ রোগী ও তাদের পরিজনেরা গান্ধী মুর্তির সামনে উপস্থিত হন ও সংঘের অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার পরিবেশন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস দুটি দিনেই প্রতিবছরের মতো সংঘের পক্ষ থেকে সেবানিবাসের রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়।

২০২৪ এ উত্তরণের মোট আটটি সফল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, যেখানে চিকিৎসক ড. শঙ্কর নাথ, কৃশানু বণিক, এভারেস্ট বিজয়ী উজ্জ্বল রায়, ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস, সাঁতারু তেহারিনা নাসরিন, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বরুণ চন্দ, গায়ক পলাশ চৌধুরী ও সুফি গবেষক মোহম্মদ হাই-এর মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, সুকৃতি ও অপূর্ব বক্তব্য মুন্সিয়ানায় শ্রোতারা অত্যন্ত মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।

৩০ শে নভেম্বর বছরের শেষ উত্তরণের দিনে অনুষ্ঠান শুরুর ঘন্টাখানেক আগে সংঘের পরম সুহৃদ এবং উত্তরণের প্রাণপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রী পঙ্কজ দত্তের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায়। সবরকম আয়োজন চূড়ান্ত থাকায় সকলেই বেদনার্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। আনুষ্ঠানিক মৃত্যুসংবাদ তখনও ঘোষণা না হলেও সেদিনের উত্তরণের অন্তর ও বাহির জুড়ে ছিলেন শ্রী পঙ্কজ দত্ত।

২০২৫ এর জানুয়ারি মাসের প্রথম উত্তরণ ছিল শ্রী পঙ্কজ দত্তের স্মৃতিচারণা এবং বিগত তেরটি অনুষ্ঠানের ফিরে দেখা পর্ব। দর্শকাসন থেকে বহু জন ও সংঘ সদস্যরা পঙ্কজ দত্তের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা ও সুখস্মৃতি ভাগ করে দেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্থে "চেনা মুখ অচেনা ব্যক্তিত্ব" এই শিরোনামে উপস্থিত ছিলেন সকলের প্রিয় সদস্য শ্রী সুপ্রিয় দাস। শোনান তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, অসাধারণ স্বকীয় ভঙ্গিতে মুগ্ধ করেন উপস্থিত দর্শকদের।

ফেব্রুয়ারির উত্তরণে ছিলেন বিশিষ্ট মনোবিদ, গবেষক ও সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি ডিন ডা. সুস্মিতা হালদার।

বার্ধক্য অবসর একাকীত্ব এবং আলো থাকার উপায় এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মার্চ মাসের উত্তরণের গড়া হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, কবি ও সমাজকর্মী শতরুপা সান্যাল।

বিষয় ছিল পুরুষ সমাজ ও মেয়েরা। সংক্ষিপ্ত ও অনুপম বক্তব্যে বিষয়টিকে অত্যন্ত ব্যাস্তবলম্বত রূপে উপস্থাপনা করেন দর্শকদের সামনে। এই দিনের অনুষ্ঠানে মিতা সেনগুপ্ত পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের লিপিকা কুণ্ডু ও সবিতা বিশ্বাস সংগীত পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন।

প্রায় প্রতিটি উত্তরণের অনুষ্ঠান কাকলি ঘোষের সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় এবং দর্শকদের মধ্যে মজার প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নোত্তর বা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার ব্যবস্থাপনা করা হয়।

৭৬তম সাধারন সভা আয়োজিত হয়েছিল ১৫ই ডিসেম্বর, মানিক্য মঞ্চে সংঘের বিশিষ্টজনেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক ও সংঘের পৃষ্ঠপোষক শ্রী সুজিত বোস।

বিগত বছরের ঘটনাবলী ও কর্মধায়ার বিবরণ পেশের পাশাপাশি আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে নতুন ট্রেজারার নিযুক্ত হন শ্রী বিবেকানন্দ ঘোষ, প্রাক্তন ট্রেজারার শ্রী বাসুদেব ঘোষের অবদানের কথা সকলেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে উল্লেখ করেন।

বাইশে ডিসেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চতুর্থ বর্ষ অনিরুদ্ধ ঘোষ স্মারক বক্তৃতা। শুরুতে সর্বজন প্রিয় ও অকালপ্রয়াত অনিরুদ্ধ ঘোষের স্মৃতিচারণা করেন, গৌতম সাহা, উৎপল ঘোষ, গৌতম দে, পৃথ্বীপতি চক্রবর্তী, সাহিত্যিক শেখর বসু, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন বিধানচন্দ্র, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও লেখক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। "শিক্ষা ভাবনা ও স্বনির্ভরতার বুনিয়াদ রচনা" এই বিষয়ের উপর তিনি অসাধারণ বক্তব্য। রাখেন।

প্রতি বছরের মতো এবারেও গান্ধী সেবা সংঘের সরস্বতী পুজো সাড়ম্বরে পালিত হল। কেনাকাটা থেকে শুরু করে সকাল থেকে উঠে পূজোর আয়োজন, প্রসাদ বিতরণ সবই সদস্যরা পালন করেছেন, প্রতিমা সজ্জার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন ক্ষমা মিত্র। প্রতিবছরই কেউ না কেউ প্রতিমার মূল্য প্রদান করেন, এবার সংঘ সদস্য গোপা গাঙ্গুলী উৎসাহের সঙ্গে সেই ভার গ্রহণ করেছিলেন। দুপুরে খিচুড়ি লাবড়া বেগুনি চাটনি ও মিষ্টি সহযোগে সংঘের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা এবং সেবা নিবাসের সকলে মধ্যাহ্নভোজ সারেন।

অগ্রজের স্নেহবৃত্তের কেন্দ্রে অনুজ

প্রথম পাতার পর

১৯২২ সালের ২৫ জুন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্মরণসভা হয়। বিশ্বকবিকে মঞ্চে দেখে তরুণ নজরুল মঞ্চে উঠে তাঁকে প্রণাম সেরে নেমে আসতে উদ্যত হলেন। কবিগুরু ইঙ্গিতে তার পাশের আসনেই বসালেন। নজরুলের যোগ্যতা নিয়ে ওইদিন অন্যান্য কবি ও লেখকদের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় তখনও নজরুলের প্রথম কবিতার বইটিও বেরোয়নি।

১৯২৩, কারারুদ্ধ নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নামের গীতিনাট্যটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন, "শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু" রবীন্দ্রজীবনের এ এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় হলেন খেয়ামাঝি। এই বই প্রেসিডেন্সি জেলে পৌঁছতেই উৎসর্গ পত্র দেখে লাফ দিয়ে নজরুল লোহার গরাদের উপর উঠে পরেন। বন্দীদেরও প্রবল উত্তেজনা, ইউরোপীয় ওয়ার্ডার যখন বুঝলেন ব্যাপারটা তিনি ক্ষণিকের জন্য দরজা খুলে দিলেন। উপস্থিত বাকী সকলে নজরুলের এক স্বর্গীয় নাটকীয় মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলেন। এই ঘটনা দু-জনার ভেতরের সম্পর্কের নৈকট্যের গভীরতার এক রূপরেখা।

তবে রবীন্দ্রনাথের নজরুলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব একপাক্ষিক হয়। নজরুল ইসলাম কবিতা ও গান নিয়ে 'সঞ্চিতা' বইটি প্রকাশ করলেন। উৎসর্গ বাক্যে লিখলেন 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রী শ্রী চরণার বিন্দেসু"। সম্ভবত ১৯২৮ সালে। এ শুধু বাহিক্য শ্রদ্ধা নিবেদন পর্যায়ে ছিল না। বিশ্বকবিকে নিয়ে অনেক গান ও কবিতা লিখেছেন, পূর্বজ কোনো কবিকে নিয়ে এত লেখা বিশ্বে প্রায় বিরল।

আবার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে নজরুল 'ধুমকেতু' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন। এই শুভকাজে গুরুদেবের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেই রবীন্দ্রনাথ ৮ লাইন কবিতা লিখে দেন। "আয় চলে আয়, রে ধুমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু" এই বাণী রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে প্রথম ৬টি সংখ্যার সম্পাদকের স্তম্ভের উপরে ছাপা হতে থাকে। এ কি শ্রদ্ধার শিখরে রাখা নয়?

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হচ্ছে সংগীত পরিচালকরূপে সুরকার নজরুল মনোনীত। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে—তখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড তাদের অনুমতি না নেওয়ায় অজুহাতে আপত্তি তোলে—একথাও বলা হয় ছবিতে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীতের সুর যথাযথ নয়। প্রযোজককে নিয়ে নজরুল ছুটলেন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর কাছে। সব শুনে কবিগুরু বললেন, 'কী কান্ড! তুমি শিখিয়েছ আমার গান, ওরা কোন আক্কেলে দোষ ধরে? তোমার চেয়ে কি তারা এ গান বেশী বুকবে?'

এ কথা বলে আগে থেকে লিখে রাখা অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করে তারিখ বসিয়ে দিলেন। নজরুলের প্রতিভার উপর কতখানি ভরসা থাকলে এ কাজ সম্ভব।

একবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে উৎপীড়নের প্রতিবাদে নজরুল অনশন শুরু করেন। গুনীজ্ঞানীজন তাঁকে অনশন ভাঙার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের আদর্শের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল এবং স্নেহশীল যে তিনি লিখলেন 'Give up your hunger strike our literature claims you.'

এক পত্রিকার সম্পাদক একবার কথা প্রসঙ্গে নজরুলের কাছে রবীন্দ্রসংগীত অপেক্ষা নজরুলের গানের অধিকতর প্রশংসা করেন। নজরুল ক্ষেপে ধমক দিয়ে বলেন, 'আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম, তাতে কোনো ক্ষতি হত না, রবীন্দ্রনাথের গান বেদমন্ত্র, তাঁর কবিতা আমাদের সাতরাজার ধন মানিক।' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের এ ধারণা সারাজীবন অটুট ছিল। নজরুল নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন "ভারতবর্ষ কোনো দিনও কবির কাঙাল নয়, ছিলেন বাল্মীকী, ব্যাস, কালিদাস---রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কেউ নয়।"

মন চাইলেই নজরুল শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকে দেখতে চলে যেতেন। সেখানে কবির স্নেহাধিক্যে খ্যাপামী ভালোই আশকারা পেত। এই যেমন কবি একা বসে দেহলীর বারান্দায় বেতের চেয়ারে, নজরুল কবির পা টিপে দেওয়ার বাসনায় হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলে নিতেন, কবিও চেঁচিয়ে কর্মচারীদের জড়ো করে রেহাই পেতেন।

এইরূপ স্নেহ সততই মনকে দুর্বল করে ও দুর্ভাবনা খুঁজে নেয়। খুব কাছ থেকে দেখতে পাবার সুযোগে দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ একালের পরিণতি ও বিষাদময় পরিণামের কথা ভেবে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মতো, কিটসের মতো খুব বড়ো একটা ট্র্যাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ।"

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে মনে করতেন কালের ভাষা, যার বাক্যে বাণী পায়, সে কবি নয়, মহাকবি।

কাজী নজরুলের জীবন শেষে অভীপ্সা ছিল 'প্রার্থনা মোর যদি আরবার জন্মি এই ধরণীতে।

আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্যগীতে।"

দেখা যায়—

নজরুল রবীন্দ্রনাথের এই চিরায়ত মধুর সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই ছিল সৌহার্দ্রপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ দানবীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁর অনুশাসনে নজরুলকে স্নেহবৃত্তের একেবারে কেন্দ্রে রেখেছেন। অপরদিকে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ শিখরে রেখে, স্বতন্ত্র একটি ধারায় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন পাকা করেছেন।

সংঘের অনুদান প্রদানকারী বন্ধুরা

একেবারে সূচনা থেকেই গান্ধী সেবা সংঘের সব রকম প্রয়াসের সঙ্গে আছেন সাধারন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। ধর্ম রাজনীতি সহ সবরকম ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদানেই সংঘ এগিয়ে চলেছে। গত এক বছরে যারা সংঘ তহবিলে অর্থ প্রদান করেছেন তাদের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করছি। এখানে পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদানকারীদের নাম থাকছে কিন্তু এর বাইরেও যে দাতারা আছেন, তারাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র স্থানাভাবেই তারা অনুল্লেখিত থাকলেন।

সুশান্ত কুমার সরকার, শম্ভুনাথ সরকার, বিজয় কিয়ায়াত, সমর গাঙ্গুলী, শ্যামল কর্মকার, প্ল্যানেট কুয়্যার, প্রিয়াঙ্ক বসু নারায়ণ চন্দ্র সাহা, রেশমিতা দে, অর্পিতা সরকার, অভিজিৎ মিত্র, সন্দীপ মিত্র, তনুশ্রী গুহ, সুরেন্দ্রকুমার হান্ডা, প্রসেনজিৎ সরকার, ড. অসীম চ্যাটার্জী, রীতা বিশ্বাস, রাজেশ্বরী ঘোষ, রঘুনাথ কুন্ডু, মধুমিতা মোদক, স্বপ্না দাশগুপ্ত, সবিতা পাল, স্বপন কুমার পাল, হিমাংশু কুমার সাহা, রুমা ভট্টাচার্য, ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার কলকাতা, এস এন নন্দী ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, মনিমালা দে, অনুপম মাঝি।

আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি গত এক বছরে, বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেবানিবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছেন। সংঘের সন্নিকট প্রতিবেশী শ্রী পরেশ ঘোষের উদ্যোগে আনমোল ইন্ডাস্ট্রি নিয়মিত ভাবে বিস্কুট দিচ্ছে, সেই সূত্রে সংঘ সেবানিবাসের ঘরে ঘরে সকালের চা বিস্কিট পৌঁছে দেওয়ার নতুন পরিষেবা চালু করতে পেরেছে। বৈজনাথ চৌধুরী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (Anmol CSR) সেবানিবাসের ঘর গুলির জন্য বিছানা, পর্দা সহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সামগ্রী দিয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ বরোদা তাদের CSR ফান্ড থেকে একটি ৩২ ইঞ্চি টিভি, ও সিলিং ফ্যান, প্রেসার কুকার ও গ্যাস ওভেন দিয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ট্রাস্ট শীত বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য, BHEL লেডিস ক্লাব কুড়িটি বিছানার চাদর, দমদমের মিতা দাস ও উপাসনার দাস বিছানার চাদর ও বস্ত্রসামগ্রী এবং লেকটাউন হনুমান মন্দিরের দিলীপ আগরওয়াল বিছানার চাদর দিয়েছেন। সংঘের প্রিয়জন বিশ্বরঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগে বাঙ্গুর করুণাময়ী রাজরাজেশ্বরী কালী মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিবছর কালীপুজোর দিন উপস্থিত হন প্রচুর ফল মিষ্টি ও নতুন বস্ত্র সহযোগে সেবানিবাসীদের হাতে তুলে দেন। শ্রীভূমির রেখা আগারওয়াল একাধিকবার সেবানিবাসে এসেছেন এবং বহু স্টিলের বাসন, মহিলাদের পোশাক, বিছানার চাদর দান করেছেন যেগুলি রোগীদের প্রয়োজন মিটিয়েছে। ফ্রেন্ডস ফর এভারের সদস্যরা অন্যান্য বহু জিনিসের সঙ্গে বাসনও দিয়ে গেছেন। সংঘের সক্রিয় সদস্য শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক উদ্যোগে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষ সেবানিবাসের ব্যাপারে অবগত হয়ে চাল ডাল ছাতু সুজি মুড়ি ইত্যাদি সামগ্রী দান করেছেন যা সংঘের পক্ষ থেকে সেবানিবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী করে বিতরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে তেরাপন্থ পূর্বাঞ্চল মহিলামন্ডলের সভাপতি ববিতা তাতের, সঞ্জীব জৈন, রাজু গুপ্তা, অভিষেক দত্ত, বাবুসোনা বণিক এবং সুব্রত ঘোষের নাম। সুব্রত ঘোষ তো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজন অনুসারে এগুলি যোগান দিয়ে চলেছেন। কিশোরভারতী স্কুলের ১৯৮৮ ব্যাচের পাঁচজন প্রাক্তনী সম্প্রতি সেবানিবাসে আসেন এবং বেশ কয়েক বস্তা চাল, ডাল, তেল, ছাতু, সুজি চা দিয়ে যান। সঞ্জীব জৈন সেবানিবাসের জলের পাম্পটি স্বয়ংক্রিয় করে দেওয়ায় প্রভূত সুবিধা সাধন হয়েছে। এলাকার সুপরিচিত নির্মাণ-ব্যবসায়ী শ্রী অরিজিৎ ঘোষ (ছোটু) সংঘের প্রেক্ষাগৃহের (মানিক্য মঞ্চ) মঞ্চটির স্থায়ী সংস্কার সাধন করে দেওয়ায় একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। শ্রী প্রদ্যুৎ সামুই চার তলার নবনির্মিত নয়টি ঘরের জন্য ১৮টি খাট দিয়েছেন। অধ্যাপক রণজিত গোস্বামী ও সুব্রত ভট্টাচার্যের নিরলস প্রচেষ্টায় গান্ধী সেবা সংঘে ছটি ডোমেস্টিক কুকিং গ্যাস কানেকশন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অতীতের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের বদলে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহারে সংঘের আর্থিক বোঝা অনেকটাই লাঘব করা গেছে।

গান্ধী ফিজিওথেরাপি সেন্টার

তৃতীয় পাতার পর

Spyrometry ব্যায়ামের বিশেষ উপকারিতা আছে।

হৃদরোগ জনিত জটিলতায় অস্ত্রোপচার CABG বা Angioplasty করা হলে পরবর্তীতে তার শারীরিক উন্নতি ও সার্বিক সুস্থতার জন্য চেস্ট ফিজিওথেরাপি এবং Post-Operative Rehabilitation এর কোন বিকল্প নেই।

গর্ভাবস্থা বা প্রসব পরবর্তী শারীরিক পুনর্বাসন জনিত কারণে ও মহিলাদের শারীরিক ব্যথা, পিঠে ও কোমরের ব্যথার নিরসনে TENS থেরাপি উল্লেখনীয় মাত্রায় কার্যকর।

ফিজিওথেরাপি শুধুমাত্র ব্যথা উপশম বা শারীরিক সমস্যা সমাধানের একটি মাধ্যম নয় বরং জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নত করতেও অত্যন্ত কার্যকর। এটি ওষুধ বিহীন, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন একটি নিরাপদ পদ্ধতি যা শারীরিক ও একইসঙ্গে মানসিক সমস্যার সমাধান করে চলেছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম সহায়ক ও বিশ্বস্ত পদ্ধতি হিসেবে ফিজিওথেরাপি সকলের কাছেই সুস্থ থাকার এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে দুই দিকপাল

তৃতীয় পাতার পর

বেঙ্গল গভর্মেন্ট অন্যদিকে খবরের কাগজগুলি পুলিশকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। এরকম অবস্থায় ব্যোমকেশ পুলিশ কমিশনারকে আবেদন জানিয়েছিল যে—"আমি একজন বেসরকারী ডিটেকটিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে পারবো।' কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ব্যোমকেশ এই অঞ্চলের এক মেসে ঠাঁই দিল অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে। প্রথমে মেসের অনুকূল বাবু তার মেসে ঠাঁই নেই বলাতেই একজন মেসবাসী দয়া পরবশ হয়ে তাকে তার ঘরে রুমমেট করে নেয়। এই রুমমেটই অজিত বন্দোপাধ্যায়। এই মেস বাড়িটিতেই খুনের কিনারা করেছে ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশের ফ্ল্যাট-এর দরজায় লেখা শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী/সত্যান্বেষী। এর মানে জিজ্ঞাসা করায় ব্যোমকেশের উত্তর 'ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিভ কথা শুনতে ভালো নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরো খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি সত্যান্বেষী।' সত্যান্বেষী নামের সঙ্গে মিল হয়েছিল ব্যোমকেশ যাকে পরে বিয়ে করেছিল তার নাম সত্যবতী। শার্লক হোমস বা পোয়ারোর জীবনে কোনো মহিলা ছিল না। আবার পিটার উইমসির হ্যারিয়েট ডেনের সঙ্গে সত্যবতীর মিল রয়েছে।

কোনো ডিটেকটিভ লেখক সাধারণত তার গোয়েন্দা চরিত্রকে বারবার তাঁর রচনায় বদলান না। তাই পর পর প্রকাশিত কাহিনীগুলিতে ডিটেকটিভকে নিয়ে পাঠকের ভিতর একটা টান তৈরি হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্র সম্বন্ধে এ কথা একশো ভাগ সত্যি। ডিটেকটিভ কাহিনী লেখকরূপে শরদিন্দু প্রথম গল্প সত্যান্বেষী থেকে বিপুলভাবে সমাদৃত। তারপর "পথের কাঁটা", "সীমন্ত হীরা", "চিড়িয়াখানা", "বেণীসংহার", "দুর্গ রহস্য" ইত্যাদি রচনাগুলি তাঁকে খ্যাতির শিখরে উত্তীর্ণ করেছে। শুধু তাই নয় সেই প্রথম লেখার টান এবং পাঠকের ভিতর কৌতূহল তিনি সমগ্র ব্যোমকেশ রচনায় সমান দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। পাঠক সম্ভ্রমমুগ্ধ হয়ে পাঠ করে তাঁর লেখা।

সমরেশ বসুর গোয়েন্দা চরিত্র অশোক ঠাকুর। এই গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর উত্তর চব্বিশে পরগনার (যা সমরেশের নিজস্ব পীঠস্থান) এক বনেদি বাড়ির কনিষ্ঠ, অবিবাহিত ও বেকার সন্তান। সামরেশের সৃষ্ট উজ্জ্বল, তরুণ হাস্যোচ্ছল যুবক চরিত্রগুলির প্রতিনিধি অশোক। এক ঝাঁক তরুণ নায়ক সমরেশের রচনায় বরাবর প্রাধান্য পায়। যেমন তাঁর নিম্নজীবী জীবন নিয়ে লেখা "উত্তরঙ্গ" উপন্যাসের লখাই, "গঙ্গা" উপন্যাসের বিলাস, "বিটি রোডের ধারে" উপন্যাসের গোবিন্দ, "জগদ্দল"-এর মধু, "টানাপোড়েন"-এর পাঁচু, আবার রাজনৈতিক উপন্যাস "যুগ যুগ জীয়ে"-এর ত্রিদিবেশ, "শ্রীমতি কাফের ভজন", বা "ছিন্নবাধা" উপন্যাসের অভয় ইত্যাদি আরো অসংখ্য চরিত্রের পাশে অশোক ঠাকুরও সেই অনধিক তিরিশ বছর বয়সী তরুণ নায়কদের পাশে জায়গা করে নিয়েছে। অশোকের কোনো সমাজ সংস্কারের বালাই নেই। দূরসম্পর্কিতা বৌদি কাঞ্চন তার বন্ধুস্থানীয় শুধু নয়, বিকলাঙ্গ অথর্ব স্বামীর যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একটা হৃদ্য সম্পর্ক অশোকের আছে। বহু ক্ষেত্রে কাঞ্চন বৌদি তাকে রহস্য উদ্‌ঘাটনের সূত্র ধরিয়ে দেয়। আমাদের পরিচিত সমস্ত গোয়েন্দা চরিত্রগুলির থেকে অশোক স্বতন্ত্র। শার্লক হোমসের যেমন ডক্টর ওয়াটসন, ব্যোমকেশের অজিত, ফেলুদার তোপসে, কিরীটির সুব্রত, তেমনি অশোকের সহকারী প্রধানত অন্তরালবর্তিনী কাঞ্চন বৌদি। এখানেও অশোক সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। অশোক ঠাকুরকে নিয়ে সমরেশের প্রথম উপন্যাস "মুখোমুখি ঘর"। ১৯৭০ সালে রচনা। যে বছর শরদিন্দু পরলোকগমন করেন।

সমরেশের আরেক গোয়েন্দা খুদে গোগোল। শিশু সাহিত্যে গোগোলের স্রষ্টা সমরেশ বসুর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। সমরেশ কুম্ভ মেলায় প্রথমবার কালকূট ছদ্মনামে যে লেখার জন্য এলাহবাদে কবি অধ্যাপক অরুণ মিত্রের অতিথি হয়েছিলেন তাঁর ছেলের নাম ছিল গোগোল। তাকে দেখেই তাঁর ছোট্ট গোয়েন্দা চরিত্রটির নাম রাখেন। লেখক গোগোলকে নিয়ে বেশ কটি কাহিনী রচনা করেছেন। আর পাঁচজন সাধারণ শিশু বা কিশোরের মতো নয় গোগোল। সমরেশের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে গোগোলের বিভিন্ন কাহিনী লেখার সময়। যেমন কখনো পুরী, দীঘা, মধুপুর, কখনো দিল্লি আগ্রা। "গোগোল চিক্কুস নাগাল্যান্ডে", "রাজধানী এক্সপ্রেসে হত্যা রহস্য", "সোনালী পাড়ের রহস্য", "জঙ্গলমহলে গোগোল" ইত্যাদি গোগোলের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেকার ও গোয়েন্দাগিরির গল্প। গোগোলকে নিয়ে একা যখন বড় কোনো রহস্য সৃষ্টির অসুবিধা হচ্ছিল তখনই আবির্ভূত হয়েছে গোয়েন্দা অশোক। অশোক গোগোলের যুগ্মতায় রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস। "স্কুল বাড়িতে ঢুকে", "ইঁদুরের খুটখুটা", "রত্ন রহস্য গোগোল" ইত্যাদি।

দুই বরেণ্য সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর গোয়েন্দা ও রহস্য সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল। দুই সাহিত্যিক দুই ভিন্ন মেরুর। তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা এক্ষেত্রে কতখানি শক্তিশালী তা তাঁদের রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়। আশা করব এই লেখা পাঠককে উৎসাহিত করবে সাহিত্যিকদের রচনার মূল পাঠ আস্বাদন করতে। পাঠকের রোমাঞ্চকর কৌতূহল নিবৃত্ত হলেই এই লেখা সার্থক মনে করব।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

সাম্প্রতিক অতীতে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ পরিবার তাদের হিতৈষী, উপদেষ্টা এবং কর্মউদ্যোগী বেশ কয়েকজন সদস্যদের হারিয়েছে। এই শুভানুধ্যায়ী সদস্যদের স্মরণ তালিকায় রয়েছেন—শ্রী শিবেন্দুশেখর চক্রবর্তী, ডাক্তার চিন্ময় দত্ত, শ্রী পঙ্কজ দত্ত, শ্রীমতী ইলা বসু এবং শ্রী অনিলবরণ ঘোষ। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ পরিবার তাঁদের কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তা চির-অমিলন।

দীর্ঘ সাত দশকের বেশী সময় ধরে সাধারণ মানুষের সেবায়

গান্ধী সেবা সংঘ

(একটি অবাণিজ্যিক, অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্র : শিক্ষা - সেবা - স্বনির্ভরতা

* গান্ধী সেবা সংঘ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন
* দুর-দুরান্ত থেকে আসা ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসাকালীন সুলভ বাসস্থান
* 'সেবানিবাস' স্থাপনা ও পরিচালনা (৩৬টি ঘর, রান্নাঘর, গাড়ি, লিফট ও অন্যান্য সুবিধা সহ)
* গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল স্থাপনা
* নিঃশুল্ক অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও চোখের চিকিৎসা (ওষুধ ও চশমা সহ)
* পাবলিক লাইব্রেরী (১৪ হাজার বই সহ) স্থাপনা ও পরিচালনা (সপ্তাহে ৭ দিন ৫-৩০ থেকে ৮-৩০)
* দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হতে সাহয্য করা
* 'মাণিক্য মঞ্চ' ও 'ভাস্কর সুনীল পাল প্রদর্শনশালা'র মাধ্যমে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলের সার্বিক উন্নতি সাধন
* বয়স্ক নাগরিকদের মানসিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য গঠিত উত্তরণ' এর পরিচালনা করা
* শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ছবি আঁকা, আবৃত্তি শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিষয়ে উৎসাহিত করা

এই কল্যাণকারী কর্মযজ্ঞে আপনিও সামিল হোন, গান্ধী সেবা সংঘে আসুন।

সব কটি প্রকল্পই দেশ ও বিদেশের নানা সংস্থা ও সাধারণ মানুষের সাহায্য ও দান নির্ভর আয়কর দপ্তরের ৮০জি ধারায় সমস্ত দান আয়কর মুক্ত

গান্ধী সেবা সংঘের ঠিকানা :

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কলকাতা ৭০০০৪৮
Gandhi Seva Sadan Hospital 99033 21777,
Physiotherapy 93308 30972 (4-8 pm)

গান্ধী সেবাসঙ্ঘের প্রয়োজনীয় তথ্য

ওয়েবসাইট : www.gandhisevasanghakolkata.org
ই-মেল : gandhisevasangha1946@gmail.com
ফেসবুক : Gandhi Seva Sangha
যোগাযোগ : সাধারণ সম্পাদক : ০৩৩-২৫২১৪০১১/৯৪৩২০০০২৬০
'সেবক'-সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাঠানোর জন্য
হোয়াটস্অ্যাপ-৮২৪০৯১৬৫২৫

GREEN LIFE

(Medicine Shop) (Chemist & Druggist)
Upto 22% Discount on Medicine
Mobile & Whatsapp No. :
9674390116
Address : 174 Dakshindari Road, Kolkata-700 048
Near Gandhi Seva Sadan Hospital

নারায়ণদাস—বাঙ্গুর মেমোরিয়াল

বরুণদেব ঘোষ

গান্ধী সেবাসংঘের খুব কাছাকাছি বাঙ্গুর অঞ্চল, সেখানেই নারায়ণদাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল বিদ্যালয়টি অবস্থিত। যা কিনা ১৯৬৬ সাল থেকে স্থানীয় ছাত্রদের কাছে খোলামেলা পরিবেশের এক পাঠভবন। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী প্রাতঃকালীন বিভাগ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী বাংলা মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দফতরের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়। আজকের দিনে সর্বত্রই ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বেশি আগ্রহী ফলে হাতে গোনা দু-চারটি ছাড়া বাংলা মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পড়তির দিকে। কিন্তু বাঙ্গুরের এই স্কুলটিতে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা দুটি বিভাগ মিলিয়ে ১২৮৩ জন যা কিনা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই স্কুলে বোর্ড সিলেবাসের সঙ্গে ছাত্রদের বিভিন্নদিকে বিকশিত করার প্রয়াসে Co-curricular এবং Extra curricular Activities- এর দিকে যথেষ্ট আগ্রহী এবং যত্নবান। ফলস্বরূপ School Magazine প্রকাশিত হয়। বিগত বছরগুলোতে এই স্কুল বহু ছাত্র গঠন করেছেন যারা বর্তমানে বিভিন্ন পেশার খ্যাতিমান এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুকান্ত ভট্টাচার্য, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অরূপ কালী নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, আই পি এস বাণীব্রত বসু শিক্ষাবিদ শুভময় মৈত্র, শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। বাঙ্গুর স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া। তিনি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন। স্কুলের গঠন-কাঠামোর উন্নতির সাথে সাথে তিনি ছাত্রদের ডিজিট্যাল উপস্থিতির ব্যবস্থা করেছেন। এলাকাবাসী বাঙ্গুর স্কুলের প্রতি আশাবাদী এবং সাফল্য কামনা করে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে উদার হস্তে দান করুন

সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন নং— ১৯৭২৭/১৪৮, ১৯৫১-৫২ তাং—৩০/৫/১৯৫১
এনজিও রেজিস্ট্রেশন আইডি—ডব্লিউ বি/২০১৭/০১৬৭৬০৮
বৈদেশিক দান গ্রহণ (FCRA) রেজিস্ট্রেশন নং—
১৪৭১১০৪২ তাং—২৯/০৪/৮৬ পর্য্যন্ত
সিএসআর (CSR) রেজিস্ট্রেশন নং—০০০২২৩৩৬ তাং—১২/০২/২০২২
৮০জি ধারার সার্টিফিকেট নং—DIT8E/330/2011-12/G-16/2012-13
প্যান নং—AABTG1815G

A/c Name	Bank Name	A/c No.
For General		
Gandhi Seva Sangha	P.N.B, Sreebhumi	0865010022233
For Cancer	Bank of Baroda	77790100002466
Gandhi Seva Sangha,	Dakhindari	Lake Town

With Best Compliments From :

AGNI GREEN POWER LIMITED

LEADER IN SOLAR PV

Agni Green Power Limited
Corporate Office:-
114, Rajdanga Gold Park, 1st Floor.
Kolkata 700107
Phone: +91-33-40051193//4061 0038

Regional Offices in Tripura, Mizoram, Assam, Jharkhand, Chhattisgarh

Factory
Agni Green Power Limited
Srijan Logistic Park,
NH-6, BOMBAY High Road
Part A, Block B, Room No. 7,
3rd Floor, Howrah 711302
Phone: 8420119794
website: www.agnipower.com

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে গৌতম সাহা কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইন্ডিং, ২৩ মদন মিত্র লেন, কলকাতা-২৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত